

## 💵 ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ছিয়াম (রোযা)

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমীন (রহঃ)

প্রশ্ন: (৩৯২) সিয়াম ফর্য হওয়ার হিক্মত কী?

উত্তর: পবিত্র কুরআনের নিম্ন লিখিত আয়াত পাঠ করলেই আমরা জানতে পারি সিয়াম ফরয হওয়ার হিকমত কী? আর তা হচ্ছে তারুওয়া বা আল্লাহ ভীতি অর্জন করা ও আল্লাহর ইবাদত করা। আল্লাহ বলেন,

(۱۸۳ : البقرة: ١٨٣) ﴿ البقرة: البقرة: ١٨٣] ﴿ البقرة: ١٨] ﴿ البقرة: ١٤] ﴿ البقرة: ١٨] ﴿ البقرة: ١٨] ﴿ البقرة: ١٨] ﴿ البقرة: ١٤] ﴿ البقرة: ١٤

«مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ والْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ»

"যে ব্যক্তি (সাওম রেখে) মিথ্যা কথা, মিথ্যার কারবার ও মূর্খতা পরিত্যাগ করল না, তার খানা-পিনা পরিহার করার মাঝে আল্লাহর কোনো দরকার নেই।"[1]

অতএব, এ কথা নিশ্চিত হয়ে গেল যে, সাওম আদায়কারী যাবতীয় ওয়াজিব বিষয় বাস্তবায়ন করবে এবং সবধরণের হারাম থেকে দূরে থাকবে। মানুষের গীবত করবে না, মিথ্যা বলবে না, চুগলখোরী করবে না, হারাম বেচা-কেনা করবে না, ধোঁকাবাজী করবে না।

মোটকথা: চরিত্র ধ্বংসকারী অন্যায় ও অশ্লীলতা বলতে যা বুঝায় সকল প্রকার হারাম থেকে বিরত থাকবে। আর একমাস এভাবে চলতে পারলে বছরের অবশিষ্ট সময় সঠিক পথে পরিচালিত হবে ইনশাআল্লাহ্। কিন্তু আফসোসের বিষয় অধিকাংশ সাওম আদায়কারী রামাযানের সাথে অন্য মাসের কোনো পার্থক্য করে না। অভ্যাস অনুযায়ী ফরয কাজে উদাসীনতা প্রদর্শন করে, হালাল-হারামে কোনো পার্থক্য নেই। তাকে দেখলে বুঝা যাবে না তার মধ্যে সিয়ামের মর্যাদার কোনো মূল্য আছে। অবশ্য এ সমস্ত বিষয় সিয়ামকে ভঙ্গ করে দিবে না। কিন্তু নিঃসন্দেহে তার ছাওয়াব বিনষ্ট করে দিবে।

>

## ফুটনোট

[1] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: সিয়াম, অনুচ্ছেদ: সিয়াম রেখে যে ব্যক্তি মিথ্যা এবং তার কারবার পরিত্যাগ করে না। হাদীসটির বাক্য ইবন মাজাহ থেকে নেওয়া হয়েছে।



• Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=1066

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন